দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 1 OCT 2009
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

ডিজিটাল ভর্তি পদ্ধতি চালু করতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

শাহজাহান তত : অনার্স প্রথমবর্ষের ভর্তির ক্ষেত্রে এবছরই পুরোপুরিভাবে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু সম্ভব হচ্ছে না। শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ডিজিটাল ভর্তি পদ্ধতি চালু হবে। অপরদিকে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইউনিটে অনলাইনে ভর্তি ফরম সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রো-ভিসিরা বলছেন, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সময়ের স্বল্পতার কারণে এ বছর অনলাইন পদ্ধতি চালু সম্ভব হচ্ছে না।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সংসদ ভবনের কার্যালয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তি পদ্ধতি উদ্বোধন করতে গিয়ে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি চালুর নির্দেশ দেন। এর আগে ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী সভায় 'ডিজিটাল এডমিশন' পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও চলতি বছর থেকেই ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর কথা বলেন।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৯ অক্টোবর ১৭টি সরকারী মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বাংলা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমা নেয়ার সময়সীমা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ অক্টোবর থেকে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়ে ১৯ তারিখ শেষ হবে। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নভেম্বরের মধ্যে ভর্তি ফরম বিতরণের কাজ শেষ হচ্ছে।

পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও চলতি সেশন থেকে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চালাতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এ বছর অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বিষয়টির জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আমাদের নেই। তাছাড়া অনলাইন পদ্ধতিতে কোন জটিলতা আছে কি-না, সাইবার ক্রাইমের সম্ভাবনা কতটুকু এ বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর হারুণ অর রশিদ বলেন, এ বছর থেকে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে বিষয়টি নিয়ে বারবার চেষ্টা করছি, যাতে আগামী বছর থেকে পুরোপুরিভাবে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়।

চলতি বছর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু 'চ' ইউনিটে অনলাইনে ভর্তি ফরম সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে চারুকলা অনুষদের ডিন প্রফেসর রফিক উন নবী বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে আমরা এ বছর চালু করছি। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ আগামী সেশন থেকে পুরোপুরিভাবে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হবে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র পুরোপুরিভাবে অনলাইন পদ্ধতি চালু হচ্ছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট থেকে নির্দিষ্ট ভর্তি ফরম পূরণ করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ষষষ.ঠলর্ণ.টড.ঠচ) ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। রেজিস্ট্রার অফিসে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের প্রো-ভিসি প্রফেসর এম হাবিবুর রহমান বলেন, ডিজিটাল পদ্ধতি অবশ্যই চালু হবে। কিন্তু এজন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি এখনো সম্পন্ন হয়নি। তাই এ বছর পুরোপুরিভাবে তা চালু করা সম্ভব হচ্ছেন।